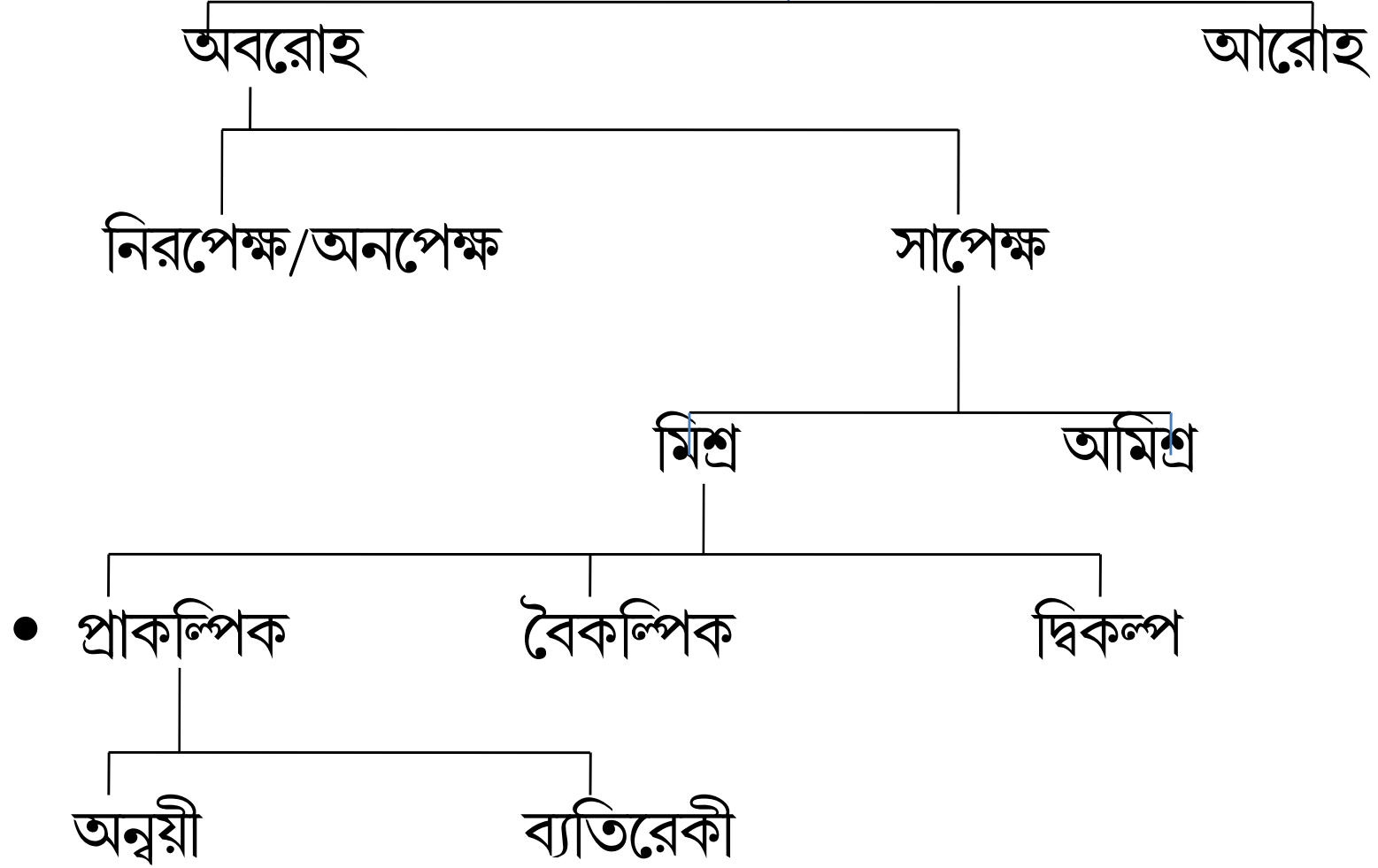


# সাপেক্ষ ন্যায়

- ন্যায়



যে বাক্যে কোন নিঃশর্ত উক্তি করা হয় তাকে নিরপেক্ষ বা অনপেক্ষ বাক্য বলে। যেমন ফুলটি লাল, সক্রোটস দার্শনিক ইত্যাদি।

আর যে বাক্যে কোন শর্তের উল্লেখ থাকে (সেটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট যাইহোক না কেন) তাকে সাপেক্ষ বাক্য বলে। যেমন : যদি অনাবৃষ্টি হয় তাহলে দুর্ভিক্ষ হবে বা যদি রাম আসে তাহলে শ্যাম আসবে। এইরকম সাপেক্ষ বাক্যে স্পষ্টভাবে শর্তের উল্লেখ থাকে। এরূপ বাক্য সর্বদা “যদি - তাহলে .....” আকারে ব্যক্ত হয়। আমরা পূর্বেই জেনে এসেছি এরূপ বাক্যকে প্রাকল্পিক বাক্য বলে।

আবার কোন কোন সাপেক্ষ বাক্যে স্পষ্টভাবে শর্তের উল্লেখ থাকে না, যে শর্তের কথা বলা হয় তা প্রচ্ছন্নভাবে। এরূপ বাক্যকে বৈকল্পিক বাক্য বলে। যেমন আমি আসব অথবা আমার ভাই আসবে। যে ব্যক্তি এরকম ধরনের কথা বলে তার প্রকৃত বক্তব্য হল : যদি আমি না আসি তাহলে আমার ভাই আসবে বা যদি আমার ভাই না আসে তাহলে আমি আসব। এর থেকে বোঝা যায় বৈকল্পিক বাক্য আসলে প্রাকল্পিক বাক্যের মতই সাপেক্ষ বাক্য। এবার সাপেক্ষ ন্যায়(Conditional Syllogism)।

সাপেক্ষ যুক্তিকে গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানে সাপেক্ষ ন্যায় বলা হয়। কারণ, “ন্যায়”-এর ব্যাপক অর্থ

যে অবরোহ যুক্তিতে দুটি হেতুবাক্য ও একটি সিদ্ধান্ত থাকে তাকে ন্যায়(Syllogism) বলে। এখন সাপেক্ষ যুক্তি হল অবরোহ যুক্তি, এখানে দুটি হেতুবাক্য ও একটি সিদ্ধান্ত থাকে। তাই সাপেক্ষ যুক্তি এক প্রকারের ন্যায়। তাহলে আমরা অনায়াসে সাপেক্ষ যুক্তির পরিবর্তে সাপেক্ষ ন্যায় কথাটি ব্যবহার করতে পারি।

সাপেক্ষ ন্যায় নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন :

- ১) মিশ্র প্রাকল্পিক ন্যায় (Mixed Hypothetical Syllogism) বা প্রাকল্পিক অনপেক্ষ ন্যায় (Hypothetical-categorical Syllogism)
- ২) অমিশ্র প্রাকল্পিক ন্যায় (Pure Hypothetical Syllogism) বা প্রাকল্পিক ন্যায় (Hypothetical Syllogism)
- ৩) বৈকল্পিক ন্যায় (Disjunctive Syllogism) বা বৈকল্পিক-অনপেক্ষ ন্যায় (Disjunctive-categorical Syllogism)
- ৪) দ্বিকল্প ন্যায় (Dilemma)

মিশ্র প্রাকল্পিক ন্যায় বা প্রাকল্পিক অনপেক্ষ ন্যায়

যে মিশ্র ন্যায়ের প্রধান যুক্তিবাক্যটি প্রাকল্পিক, অপ্রধান যুক্তিবাক্যটি নিরপেক্ষ এবং সিদ্ধান্তটি নিরপেক্ষ তাকে মিশ্র প্রাকল্পিক ন্যায় বলে।

যেমন -

ঐ রান্নাঘরে ধোঁয়া আছে  $\supset$  ঐ রান্নাঘরে আগুন আছে,  
ঐ রান্নাঘরে ধোঁয়া আছে;

$\therefore$  ঐ রান্নাঘরে আগুন আছে।

It is raining  $\supset$  the ground is wet,

It is raining;

$\therefore$  The ground is wet.

বৈধ আকার :

প্রাকল্পিক অনুয়ী ও প্রাকল্পিক ব্যতিরেকী

নিম্নোক্ত আকার, বা নিম্নোক্ত আকারের যুক্তি, বৈধ।

১

$b \supset c$        $p \supset q$

$b$                        $p$

$\therefore c$                        $\therefore q$

২

$b \supset c$        $p \supset q$

$\sim c$                        $\sim q$

$\therefore \sim b$                        $\therefore \sim p$

আমরা পূর্বেই জানি যদি এমন হয় যে, যদি ব তাহলে ভ      ব  $\supset$  ভ  
If p then q      p  $\supset$  q

আকারের বাক্যকে বলে প্রাকল্পিক বাক্য। আরও জানি -  
“যদি এমন হয় যে” (“If”)-এর পরবর্তী অংশকে পূর্বকল্প বলে।  
আর “তাহলে” (“then”)-এর পরবর্তী অংশকে অনুকল্প বলে।  
এখন যে প্রাকল্পিক বাক্যের পূর্বকল্প সত্য, অনুকল্প মিথ্যা সে প্রাকল্পিক  
বাক্য মিথ্যা। যেমন - Berkeley is an empiricist  $\supset$  Berkeley  
is a materialist.

এ বাক্যটি মিথ্যা। কারণ এই বাক্যের পূর্বকল্প সত্য অনুকল্প  
মিথ্যা। কিন্তু নিম্নোক্ত বাক্যটি মিথ্যা নয়। Kant is English  
philosopher  $\supset$  Kant is a philosopher বা যদি এমন হয় যে  
এই বইটি ইংরেজীতে লেখা তাহলে এই বইটি কোনো না কোনো ভাষায়  
লেখা। কারণ, এই সকল বাক্যের ক্ষেত্রে বলা যায় না এদের পূর্বকল্প  
সত্য অনুকল্প মিথ্যা।



ঐ রান্নাঘরে ধোঁয়া আছে  $\supset$  ঐ রান্নাঘরে আগুন আছে,

$\sim$  ঐ রান্নাঘরে আগুন আছে;

$\therefore \sim$  ঐ রান্নাঘরে ধোঁয়া আছে।

It is raining  $\supset$  the ground is wet,

$\sim$  ground is wet;

$\therefore \sim$  It is raining.

প্রথম আকারটিকে, বা ঐ আকারের যুক্তিকে গঠনমূলক প্রাকল্পিক যুক্তি বা প্রাকল্পিক অন্বয়ী বলে (Modus Ponens) বা সংক্ষেপে (MP)।

দ্বিতীয় আকারটিকে, বা ঐ আকারের যুক্তিকে বলে ধ্বংসমূলক প্রাকল্পিক যুক্তি বা প্রাকল্পিক ব্যতিরেকী (Modus Tollens) বা সংক্ষেপে (MT)।

বলা বাহুল্য এই আকারগুলির এমন কোন নিবেশন দৃষ্টান্ত থাকতে পারে না যার হেতুবাক্য সত্য কিন্তু সিদ্ধান্ত মিথ্যা। পাওয়া যাবে না, কারণ এগুলি বৈধ আকার। উক্ত আকারগুলি, আর “যদি - তাহলে-”, “If - Than” -এর অর্থ বিচার করলে বোঝা যায়, এ আকারের যুক্তি অবৈধ হতে পারে না।

আমরা জানি যে,

যদি এমন হয় যে ব তাহলে ভ

- এ আকারে বাক্যের বক্তব্য হল :

১) যদি পূর্বকল্পটি সত্য হয় তাহলে অনুকল্পটিও সত্য।

২) যদি অনুকল্পটি মিথ্যা হয় তাহলে পূর্বকল্পটিও মিথ্যা।

নিম্নোক্ত উদাহরণের সাহায্যে আমরা বিষয়টিকে সহজে বুঝে নিতে পারি।

ঐ দূরের বস্তুটি শেয়াল ঐ বস্তুটি একটি প্রাণী - এ বাক্যটি যে সত্য এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এখন ধরা যাক জানা গেল যে, ঐ দূরের বস্তুটি শেয়াল। তাহলে স্পষ্টতই বৈধভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ঐ বস্তুটি একটি প্রাণী। তার অর্থ নিম্নোক্ত যুক্তিটি (প্রাকল্পিক অনুযায়ী) বৈধ :

যদি ঐ দূরের বস্তুটি শেয়াল তাহলে ঐ বস্তুটি একটি প্রাণী,

ঐ দূরের বস্তুটি শেয়াল;

∴ ঐ দূরের বস্তুটি একটি প্রাণী,

আরও একটি প্রাকল্পিক ন্যায় :

যদি এবছর ভাল বৃষ্টি হয় তাহলে এবছর ভাল ফসল হবে।

এমন নয় যে এ বছর ভাল ফসল হয়েছে।

এমন নয় যে এ বছর ভাল বৃষ্টি হয়েছে।

ওপরে যা বলা হল তার থেকে বোঝা যাবে - প্রাকল্পিক অনুযায়ী ও প্রাকল্পিক ব্যতিরেকী আকারের ন্যায়ের হেতুবাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত কখনো মিথ্যা হতে পারে না।

অবৈধ আকার :

পূর্বকল্প নিষেধ দোষ ও অনুকল্প পরিগ্রহণ দোষ :

নিম্নোক্ত আকার বা নিম্নোক্ত আকারের যুক্তি অবৈধ।

প্রাকল্পিক বাক্যের কী বক্তব্য তা বিচার করলেই সহজেই  
বোঝা যায়, উক্ত আকারের যুক্তিগুলি অবৈধ।

কোন প্রাকল্পিক বাক্যের সত্যতা দাবী করলে বলা হয়  
যে -

বাক্যটির পূর্বকল্প সত্য হলে অনুকল্পও সত্য  
হবে।

একথা বলা হয় না যে,

পূর্বকল্পটি মিথ্যা হলে অনুকল্পটিও মিথ্যা হবে।

বরং বক্তা সাধারণভাবে স্বীকার করে নেয় যে : পূর্বকল্পটি মিথ্যা হলেও অনুকল্পটি সত্য হতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি বলে,

যদি এমন হয় যে ঐ রান্নাঘরে ধোঁয়া আছে তাহলে ঐ রান্নাঘরে আগুন আছে।

সে এ কথা মেনে নেয় যে

ঐ রান্নাঘরে ধোঁয়া না থাকলেও আগুন থাকতে পারে।

এ কথার অর্থ :

অমুক প্রাকল্পিক বাক্যটি সত্য, এবং এর পূর্বকল্প মিথ্যা -এর থেকে বৈধভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, অনুকল্পটি মিথ্যা। এভাবে সিদ্ধান্ত করলে যুক্তি অবৈধ হয়ে পড়ে। যেমন -

যদি এমন হয় যে ঐ রান্নাঘরে ধোঁয়া আছে তাহলে ঐ রান্নাঘরে আগুন আছে,

এমন নয় যে ঐ রান্নাঘরে ধোঁয়া আছে;

সুতরাং এমন নয় যে ঐ রান্নাঘরে আগুন আছে।

-এ যুক্তিটি অবৈধ।

এক্ষেত্রে পূর্বগ বা পূর্বকল্প অস্বীকার জনিত দোষ (Fallacy of Denying antecedent)। এই আকারের যে-কোন যুক্তি অবৈধ বলে গণ্য হবে এবং পূর্বকল্প অস্বীকার জনিত দোষে দুষ্ট হবে।

আবার কোন প্রকল্পিক বাক্যের সত্যতা দাবী করলে এ কথা  
বলা হয় না যে অনুকল্পটি সত্য হলে পূর্বকল্পটিও সত্য হবে।  
বরং বক্তা সাধারণভাবে মেনে নেয় যে, অনুকল্পটি সত্য হলেও  
পূর্বকল্পটি মিথ্যা হতে পারে।

যেমন যে ব্যক্তি বলে

যদি এমন হয় যে ঐ রান্নাঘরে ধোঁয়া আছে তাহলে ঐ  
রান্নাঘরে আগুন আছে

সে একথাও মেনে নেয় যে

ঐ রান্নাঘরে আগুন থাকলেও ধোঁয়া নাও থাকতে পারে।

এ কথার অর্থ :



অমুক প্রাকল্পিক বাক্যটি সত্য, এবং এর অনুকল্প সত্য

-একথা থেকে বৈধভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পূর্বকল্পটি সত্য।

কিন্তু এভাবে সিদ্ধান্ত করলে যুক্তিটি অবৈধ হয়ে পড়ে। যেমন -

যদি এমন হয় যে ঐ রান্নাঘরে ধোঁয়া আছে তাহলে ঐ রান্নাঘরে  
আগুন আছে,

ঐ রান্নাঘরে আগুন আছে;

সুতরাং রান্নাঘরে ধোঁয়া আছে।

-এ যুক্তি অবৈধ।

এই প্রাকল্পিক ন্যায়ে অপ্রধান যুক্তিবাক্যে, প্রধান যুক্তিবাক্যের অনুগকে স্বীকার করা হয়েছে তাই এক্ষেত্রে প্রাকল্পিক ন্যায়ের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং যুক্তিটিতে অনুগ স্বীকার জনিত দোষ বা অনুকল্প পরিগ্রহণ দোষ(Fallacy of affirming the consequent) হয়েছে। এই আকারের যে-কোন যুক্তি অবৈধ বলে গণ্য হবে এবং অনুগ স্বীকার জনিত দোষে দুষ্ট হবে।

অবৈধ যুক্তির আকার :

নিম্নোক্ত আকার, বা নিম্নোক্ত আকারের যুক্তি, অবৈধ।  
পূর্বকল্প অস্বীকার জনিত দোষ

১

$b \supset c$        $p \supset q$

$\sim b$                $\sim p$

$\therefore \sim c$                $\therefore \sim q$

অনুকল্প পরিগ্রহণ দোষ

২

$b \supset c$        $p \supset q$

$c$                $q$

$\therefore b$                $\therefore p$

মিশ্র প্রাকল্পিক ন্যায়ের বৈধতার নিয়ম :

বৈধ ও অবৈধ আকারগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় -  
মিশ্র প্রকল্পিক ন্যায়ের বৈধতার নিয়ম আমরা এভাবে ব্যক্ত  
করতে পারি।

কোন প্রকল্পিক বাক্যের সত্যতা দাবী করার পর -

যদি পূর্বকল্পটির সত্যতা দাবী করা হয়

তাহলে বৈধভাবে এ সিদ্ধান্ত করা হয় :

অনুকল্পটিও সত্য,

আবার যদি অনুকল্পটির মিথ্যাত্ব দাবী করা হয়

তাহলে বৈধভাবে এ সিদ্ধান্ত করা যায় :

পূর্বকল্পটি মিথ্যা।

কিন্তু কোন প্রাকল্পিক বাক্য সত্য এবং এর পূর্বকল্পটি মিথ্যা -  
এ উক্তি থেকে অনুকল্পটি সম্পর্কে বৈধভাবে কোন কিছু সিদ্ধান্ত  
গ্রহণ করা যায় না, কোন প্রাকল্পিক বাক্য সত্য এবং এর  
অনুকল্পটি সত্য -

এ উক্তি থেকে পূর্বকল্পটি সম্পর্কে বৈধভাবে কিছুই  
সিদ্ধান্ত করা যায় না।

সহজ কথায়, বৈধ প্রাকল্পিক-অনপেক্ষ ন্যায় পেতে হলে  
ঃ দ্বিতীয় হেতুবাক্যে হয় পূর্বকল্পের সত্যতা, অথবা অনুকল্পের  
মিথ্যাত্ব দাবী করবে এবং সিদ্ধান্তে যথাক্রমে বলবে : অনুকল্পটি  
সত্য, পূর্বকল্পটি মিথ্যা।

## প্রাকল্পিক ন্যায় (Hypothetical Syllogism)

যদি বৃষ্টি হয় তাহলে ভূমি উর্বর হয়,  
যদি ভূমি উর্বর হয় তাহলে ফসল ভাল হয়;  
সুতরাং যদি বৃষ্টি হয় তাহলে ফসল ভাল হয়।

বা

যদি রাম গ্রাজুয়েট হয় তাহলে রাম আবেদন করার যোগ্য,  
যদি রাম আবেদন করার যোগ্য হয় তাহলে রাম আবেদন  
করতে পারে;  
সুতরাং রাম যদি গ্রাজুয়েট হয় তাহলে রাম আবেদন করতে  
পারে।

উক্তরূপ ন্যায়কে অমিশ্র বা বিশুদ্ধ প্রাকল্পিক ন্যায় বলে।  
আমরা একে সংক্ষেপে প্রকল্পিক ন্যায় বা HS বলতে পারি।  
এই ন্যায়েতে অন্যরূপ কোন বাক্যের মিশ্রণ নেই। এই ন্যায় যে  
আকারের দৃষ্টান্ত তা হল নিম্নরূপ :

$$\begin{array}{ll} \text{ব} \supset \text{ঐ}, & P \supset q, \\ \text{ঐ} \supset \text{ম}; & q \supset r; \\ \therefore \text{ব} \supset \text{ম।} & \therefore p \supset r. \end{array}$$

এই আকারের ন্যায় যে বৈধ তা আমরা সহজে অনুধাবন করতে পারি। তবুও আমরা তাদের বৈধতার উৎস সন্ধান করতেই পারি। সাধারণত এরূপ ন্যায়ের বৈধতার মূলে আছে পূর্বকল্প ও অনুকল্পের মধ্যস্থিত সম্বন্ধ।

এখন প্রাকল্পিক ন্যায়ের বৈধতা ও সংক্রামক সম্বন্ধ।

এক্ষেত্রে সম্বন্ধ দু রকম : সংক্রামক(transitive)ও অ-সংক্রামক(nontransitive)।

যে সম্বন্ধ এমন যে, সম্বন্ধটি ক ও খ-এর মধ্যেও থাকে, আবার খ ও গ-এর মধ্যে থাকে। সেই সম্বন্ধ ক ও গ-এর মধ্যে অবশ্যই থাকবে। এই সম্বন্ধকে সংক্রামক সম্বন্ধ বলে। এই সম্বন্ধ চেনার সহজ উপায় is equal to, is equivalent to, is greater than, is smaller than, is older than, occurs before, occurs after এই কথাগুলি যে সম্বন্ধ বোঝায় সে সকল সংক্রামক সম্বন্ধ।

যে সম্বন্ধ এমন যে, সম্বন্ধটি ক ও খ-এর মধ্যে থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে, তাকে অ-সংক্রামক সম্বন্ধ বলে। যেমন ক যদি খ-এর পিতা হয়, আবার খ যদি গ-এর পিতা হয়, তাহলে ক কখনো গ-এর পিতা হবে না। চেনার সহজ উপায় is the friend of, is greater by one than, is older by one year than, is next to, loves, is different from এই কথাগুলি যে সকল সম্বন্ধ বোঝাবে সেগুলি সব অ-সংক্রামক।

এখন সম্বন্ধ যদি সংক্রামক হয় তাহলে এবং কেবল তাহলে  $A \supset B, B \supset C; \therefore A \supset C$  ইত্যাদি আকারের যুক্ত বৈধ।



কিন্তু যদি সম্বন্ধ আ-সংক্রামক হয় তাহলে এই আকারের যুক্তি অবৈধ হতে বাধ্য।

এখন, If – then - , যদি - তাহলে - , - হলে -

একথাগুলি যে বাক্য-সম্বন্ধ বোঝায় তা সংক্রামক। ধরা যাক্ ক হলে খ হয়, খ হলে গ হয়; তাহলে যদি ক হয় তাহলে অবশ্যই গ হবে।

আবার ধরা যাক্ , যদি 'p' সত্য হয় তাহলে 'q' সত্য হবে, আবার 'q' সত্য হলে 'r' সত্য হয়; তাহলে অবশ্যই 'p' সত্য হলে 'r' সত্য হবে।

এবার আমরা বলতে পারি : প্রাকল্পিক যুক্তি বৈধ, কারণ এরূপ যুক্তির প্রত্যেক অবয়বে যে বাক্য-সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় তা সংক্রামক। আর

তাই - If p then q,                      p  $\supset$  q,  
          if q then r;                      q  $\supset$  r;  
           $\therefore$  if p then r.                       $\therefore$  P  $\supset$  r.

এ আকারের যুক্তি মাত্রই বৈধ।

“এ আকারের যুক্তিমাত্রই বৈধ” - একথার অর্থ :

যদি এমন হয় যে, কোন ন্যায়ের

- ১) প্রত্যেক অবয়বই প্রাকল্পিক বাক্য,
  - ২) প্রথম হেতুবাক্যের পূর্বকল্প সিদ্ধান্তেরও পূর্বকল্প,
  - ৩) দ্বিতীয় হেতুবাক্যের অনুকল্প সিদ্ধান্তেরও অনুকল্প
  - ৪) প্রথম হেতুবাক্যের অনুকল্প দ্বিতীয় হেতুবাক্যের পূর্বকল্প
- তাহলে সেই ন্যায় বৈধ।

# বৈকল্পিক ন্যায়(Disjunctive Syllogism)

বৈকল্পিক বাক্য

আমরা জানি

ব অথবা ভ

ব  $\vee$  ভ

p or q

p  $\vee$  q

এই আকারের বাক্যকে বলে বৈকল্পিক বাক্য। আরও জানি -  
বৈকল্পিক বাক্যের অঙ্গগুলিকে বলে বিকল্প।

এখন

বৈকল্পিক বাক্যের বক্তব্য হল : দুটি বিকল্পের অন্তত  
একটি সত্য; আবার দুটিও সত্য হতে পারে - তবে অন্ততপক্ষে  
একটি অবশ্যই সত্য।

কাজেই যে বৈকল্পিক বাক্যের অন্তত একটি অঙ্গ সত্য সে বৈকল্পিক বাক্য সত্য,

যে বৈকল্পিক বাক্যের উভয় অঙ্গই মিথ্যা, সে বৈকল্পিক বাক্য মিথ্যা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বলতে পারি :

Locke is a German empiricist v Locke is British empiricist - এ বাক্য সত্য, কেননা, এর দ্বিতীয় বিকল্পটাই সত্য।  
কিন্তু Locke is a German Philosopher v Locke is a French Philosopher - এ বাক্য মিথ্যা - কেননা, দুটি অঙ্গই মিথ্যা।

অন্তত একটি বিকল্প সত্য কথাটির অর্থ হল : একটি বিকল্প মিথ্যা হলে অন্যটি সত্য। তার অর্থ হল  $P \vee q$  এই বাক্যের বক্তব্য হল :  $\sim p \supset q$                        $\sim q \supset p$

বৈকল্পিক ন্যায় :

যে ন্যায় এমন যে, ন্যায়টির

প্রথম হেতুবাক্য : একটি বৈকল্পিক বাক্য,

দ্বিতীয় হেতুবাক্য : একটি অনপেক্ষ বাক্য - যা প্রথম হেতুবাক্যের একটি কোন  
অঙ্গ বা অঙ্গের নিষেধ,

সিদ্ধান্ত : একটি অনপেক্ষ বাক্য - যা প্রথম হেতুবাক্যের অবশিষ্ট অঙ্গ বা অঙ্গের  
নিষেধ, তাকে বলে বৈকল্পিক ন্যায়, বা বৈকল্পিক অনপেক্ষ ন্যায়।

যেমন :

রাম বোকা অথবা রাম বদমাশ,,

এমন নয় যে রাম বোকা;

সুতরাং রাম বদমাশ।

Ram is present v Shyam is present,

~ Ram is present;

∴ Shyam is present.

বৈধ আকার :

নিম্নোক্ত আকার বা আকারের যুক্তি বৈধ।

1

$p \vee q,$

$\sim p;$

$\therefore q.$

ব  $\vee$  ভ,

$\sim$  ব;

$\therefore$  ভ ।

2

$p \vee q,$

$\sim q;$

$\therefore p.$

ব  $\vee$  ভ,

$\sim$  ভ;

$\therefore$  ব ।

এ আকারগুলি লক্ষ্য করলে, এবং যুক্তিবিজ্ঞানীগণ “v”,  
“অথবা” , “or” যে অর্থে প্রয়োগ করেছেন, সে অর্থ  
বিচার করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি এই আকারের যুক্তি  
কখনও অবৈধ হতে পারে না - তার অর্থ হল এরূপ যুক্তির  
হেতুবাক্য-সত্য-সিদ্ধান্ত-মিথ্যা হতে পারে না। যুক্তিবিজ্ঞানীগণ  
“v”, “অথবা”, “or” যে অর্থে ব্যবহার করে থাকেন সে  
অর্থে

ব v ভ                      p v q

এর বক্তব্য হল : ব, ভ বা p, q এই বিকল্প দুটির অন্তত একটি  
সত্য,

এমন হতে পারে - দুটিই সত্য, কিন্তু অন্তত একটি সত্য।  
যদি একটি বিকল্প মিথ্যা হয় তাহলে অন্যটি সত্য।

ধরা যাক,

রমা এসেছে v শ্যামা এসেছে

এ বাক্য সত্য। এখন যদি আমরা জানতে পারি যে বস্তুত প্রথম বিকল্পটি মিথ্যা, তাহলে (বৈকল্পিক বাক্যটি সত্য বলে) দ্বিতীয় বিকল্পটিই মিথ্যা হতে পারে না। অবশ্যই এই বিকল্পটি সত্য হবে। তার অর্থ নিম্নের যুক্তিটি বৈধ হবে।

রমা এসেছে v শ্যামা এসেছে,

~ রমা এসেছে;

∴ শ্যামা এসেছে।

এ যুক্তিতে দাবী করা হয়েছে : প্রথম হেতুবাক্যের যে বৈকল্পিক বাক্যটি আছে তা সত্য। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে বাক্যে উক্ত দুটি বিকল্পই মিথ্যা নয়, অন্তত একটি সত্য। তারপর দ্বিতীয় হেতুবাক্যে বলা হয়েছে - প্রথম বিকল্পটি মিথ্যা। এই দুটি উক্তির জেরে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে : দ্বিতীয় বিকল্পটি সত্য। এটি সহজেই বোঝা যায় যে, এই আকারের যুক্তির হেতুবাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে না।



অবৈধ আকার : বিকল্প পরিগ্রহণ দোষ

নিম্নে যুক্তির যে আকারগুলি দেওয়া হল তার সবগুলি যুক্তি অবৈধ।

1

$p \vee q,$

$p;$

$\therefore \sim q.$

$\text{ব} \vee \text{ভ},$

$\text{ব};$

$\therefore \sim \text{ব}।$

2

$p \vee q,$

$q;$

$\therefore \sim p.$

$\text{ব} \vee \text{ভ},$

$\text{ভ};$

$\therefore \sim \text{ভ}।$

বৈকল্পিক বাক্যের কী বক্তব্য তা বিচার করলে সহজেই বোঝা যায়, উক্ত আকারের যুক্তি অবৈধ; অর্থাৎ এ আকারের এমন যুক্তি থাকতে পারে যার হেতুবাক্য সত্য, সিদ্ধান্ত মিথ্যা। কোন বৈকল্পিক বাক্যের সত্যতা দাবী করলে বলা হয় যে, বাক্যটির একটি বিকল্প মিথ্যা হলে অন্যটি সত্য হবে,

কিন্তু একথা বলা হয় না যে, একটি বিকল্প সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হবে; বরং বক্তা সাধারণভাবে স্বীকার করে নেয় যে : দুটি বিকল্পই সত্য হতে পারে। যে ব্যক্তি বলে

রাম বোকা v রাম বদমাশ

সে এ কথাও মেনে নেয় যে

এমনও হতে পারে যে, রাম বোকাও বটে, বদমাশও বটে।

এ কথার অর্থ

অমুক বৈকল্পিক বাক্যটি সত্য, এবং এর একটি বিকল্প - এর থেকে বৈধভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে অন্য বিকল্পটাই মিথ্যা।

আর এভাবে সিদ্ধান্ত করলে যুক্তি অবৈধ হয়ে পড়ে। যেমন -

রাম বোকা v রাম বদমাশ,

রমা এসেছে v শ্যামা এসেছে,

রাম বোকা;

শ্যামা এসেছে;

∴ ~ রাম বদমাশ।

∴ ~ রমা এসেছে।

উক্ত যুক্তিগুলি অবৈধ।

আমরা পূর্ব থেকে জানি কোন যুক্তি বা যুক্তির আকারের অবৈধতা প্রমাণ করতে পারি, যদি দেখাতে পারি ঐ আকারের এমন যুক্তি আছে যার হেতুবাক্য সত্য কিন্তু সিদ্ধান্ত মিথ্যা। আমরা এখন এই রকম দুটি যুক্তির অবৈধতার প্রমাণ দেখে নিতে পারি।

এই বইটি বাংলায় লেখা  $V$  এই বইটি কোন না কোন ভাষায় লেখা, [সত্য]

এই বইটি বাংলায় লেখা; [সত্য]

$\therefore \sim$  এই বইটি কোন না কোন ভাষায় লেখা [মিথ্যা]

(এর অর্থ বইটি কোন ভাষায় লেখা নয়)।

এই বইটি বাংলায় লেখা  $V$  এই বইটি কোন না কোন ভাষায় লেখা, [সত্য]

এই বইটি কোন না কোন ভাষায় লেখা; [সত্য]

$\therefore \sim$  এই বইটি বাংলায় লেখা। [মিথ্যা]

উক্ত যুক্তিগুলির ক্ষেত্রে যে দোষ হয়েছে তার নাম বিকল্প পরিগ্রহণ দোষ (fallacy of affirming a disjunct)।

বৈধতার নিয়ম :

বৈধ আর অবৈধ আকারগুলি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব - বৈকল্পিক ন্যায়ের বৈধতার নিয়ম যা আমরা নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করতে পারি।

কোন বৈকল্পিক বাক্যের সত্যতা দাবী করার পর যদি দাবী করা হয় যে এর একটি বিকল্প মিথ্যা, তাহলে বৈধভাবে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে অপর বিকল্পটি সত্য।

কিন্তু কোন বৈকল্পিক বাক্য সত্য, এবং এর একটি বিকল্প সত্য - এই উক্তি থেকে অপর বিকল্পটি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ  
দর্শন বিভাগ  
বিদ্যানগর কলেজ